



34188 - হজ্জ ও উমরার আদবসমূহ

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েব সাইটে হজ্জ ও উমরা আদায় করার পদ্ধতি পড়ছি। এমন কিছু আদব বা শিষ্টাচার আছে কি একজন হাজী ও উমরা পালনকারীর যোগ্যতাতে ভূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হজ্বেরে নরিদ্ষিট কয়কেটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সবে মাসে নজিরে উপর হজ্ব অবধারতি করে নিয়ে সবে ব্যক্তি হজ্বেরে সময় কোন যত্নাচার করবে না, গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না। আর তোমরা উত্তম কাজ থেকে যা-ই কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথয়ে সংগ্রহ কর। নশিচয় সবচেয়ে উত্তম পাথয়ে হচ্ছে তাকওয়া। সুতরাং ওহে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমার তাকওয়া অবলম্বন কর।”[সূরা বাকারা; ২: ১৯৭]

- তাই বান্দার উচিত হচ্ছে- বশির্জাহানরে প্রতিপালক আল্লাহকে সম্মান দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে, তাঁর ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে হজ্বেরে কার্যাবলী সম্পন্ন করা। ধীরস্থির, গাম্ভীর্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ করে আমলগুলো আদায় করা।

- এ মর্যাদাবান স্থানগুলোতে আল্লাহর যিকির, তাকবীর, তাসবীহ, তাহমীদ (আল্লাহর প্রশংসা করা) ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা)- এ মশগুল থাকা। কেননা ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত বান্দা ইবাদতের মধ্যস্থে থাকে। হজ্জ কোন এমন কোন বনিদোনমূলক খেলা-তামাশা নয় যে, কোন বধি-নিষিধে ছাড়া মানুষ যত্নে খুশি সন্তোষে উপভোগ করবে; কিছু কিছু মানুষকে যত্নে করতে দেখা যায়। আপনি দেখবেন, কিছু কিছু লোক এমন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে হাসি-তামাশা ও অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা মশকার মত গ্রহণিত কাজগুলোতে মত্তে থাকে যেন মজা করা ও তামাশা করার জন্য হজ্বেরে বধি আরণ করা হয়েছে।

- হাজীসাহেব ও অন্যদের উপর আল্লাহ যা কিছু ওয়াজবি করছেন সেগুলো রক্ষা করে চলা ওয়াজবি। যমেন- সময়মত জামাতের সাথে নামায আদায় করা, সং কাজের আদেশ করা ও অসং কাজে নিষিধ করা।



- হাজীসাহবেরে কর্তব্য মুসলমানদের উপকার করা। দকি-নরিদশেনা দয়ো ও প্রয়োজনে সহযোগিতা করার মাধ্যমে তাদের প্রতি ইহসান করা, দুর্বলদের প্রতি দয়া করা। বিশেষত যে স্থানগুলোতে দয়া করা প্রয়োজন; যমেন ভড়িরে জায়গা ও এ ধরণের অন্য অবস্থাগুলোতে। কারণ মাখলুকরে প্রতি দয়া আল্লাহর দয়াকে আনয়ন করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে শুধু দয়ালুদের প্রতি দয়া করেন।

- যটোনাচার, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও অসত্যের পক্ষে তর্ক প্রতিপাদন করা। তবে, সস্থানে সত্যের পক্ষে তর্ক করা ওয়াজবি।

- মানুষের উপর অন্যায় করা, তাদেরকে কষ্ট দয়ো থেকে বরিত থাকা। গীবত, নামমি (কান-কথা লাগানো), গালি-গালাজ, মারামারি ও বগোনা নারীদের দকি তাকানো ইত্যাদি থেকে বঁচো থাকা। এগুলো ইহরাম অবস্থাতে হারাম, ইহরাম ছাড়াও হারাম। তবে ইহরাম অবস্থায় এগুলোর হারাম হওয়া আরও বেশি জরুরি হয়।

- পবিত্র স্থানগুলোর সাথে মানানসই নয় এমন যে সব কথা অনেকে মানুষ বলে থাকে সেগুলো থেকে বরিত থাকা। যমেন- কটে কটে জমরাতগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপে করে বলে যে, শয়তানকে কঙ্কর মরেছে, কটে কটে গালি দিয়ে বসে কথিবা জুতা নিক্ষেপে করে ইত্যাদি যে সব কর্ম নম্রতা ও ইবাদতের মজোজের সাথে মিলে না এবং জমরাতের কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যের সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক। কঙ্কর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর যিকরি (স্মরণ)-কে প্রতিষ্ঠা করা।

সূত্র: শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন লিখিত 'আল-মানহাজ লি মুরাদিলি উমরা ওয়াল হাজ্জ' পুস্তক।